মুজাহিদগণের বৈশিষ্ট্যাবলী
خصال المجاهدين
অনুবাদঃ
ইবনু আবীল ওয়ালীদ
المنهل
MAKTABATUL MANHAL

মুজাহিদগণের বৈশিষ্ট্যাবলী

‘নাবা’ পত্রিকার ধারাবাহিক প্রবন্ধ

অনুবাদঃ ইবনু আবীল ওয়ালীদ

خصال المجاهدين

مقالات سلسلة من صحيفة النبأ

المترجم: إبن أبي الوليد

الناشر: مكتبة المنهل

رمضان ١٤٤٤هـ

مارس - ٢٠٢٣م

মুজাহিদগণের বৈশিষ্ট্যাবলী

‘নাবা’ পত্রিকার ধারাবাহিক প্রবন্ধ

অনুবাদঃ ইবনু আবীল ওয়ালীদ

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল মানহাল
প্রথম প্রকাশঃ
রমাদান - ১৪৪৪ হিজরী
মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

Characteristics of the Mujahideen

Series of articles in 'AN-Naba'
newspaper
Translated by: Ibnu Abil Walid
Published by: Maktabatul Manhal
Ramadan - 1444 hijri
March - 2023

উৎসর্গ...

জিহাদের ময়দানে সম্মুখ সারিতে
অবস্থানরত মুজাহিদগণের প্রতি.....

মাকতাবাতুল মানহাল

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

মাকতাবাতুল মানহাল কর্তৃক প্রকাশিত বক্ষমান পুস্তিকাসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহের টীকাসহ যেকোন প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ব্যতীত যেকোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান দাওয়াহ'র উদ্দেশ্যে বিতরণ ও পরিবেশন করতে পারবে। সাথে সাথে ন্যায্যমূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ও করতে পারবে।

'মাকতাবাতুল মানহাল'

প্রকাশকের ভূমিকাঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

ইবাদাতের বসন্তকাল রমাদান মাস অতিবাহিত করছি আমরা। এই বরকতময় মাসে আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা "মুজাহিদগণের বৈশিষ্ট্যাবলী" নামক পুস্তিকাটি আপনাদের সমীপে পেশ করতে পেরে মহান রবের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি - আলহামদুলিল্লাহ। "মুজাহিদগণের বৈশিষ্ট্যাবলী" পুস্তিকাটি দাওলাতুল ইসলামের সাপ্তাহিক "নাবা" পত্রিকার ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭০ সংখ্যায় প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ "خصال المجاهدين" এর বঙ্গানুবাদ। মাকতাবাতুল মানহাল কর্তৃপক্ষ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে তা বাংলার মুজাহিদ ভাই-বোন এবং আমভাবে সকল মুসলিমগণের জন্য বাংলায় প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করেন। আমরা আশা করি এর মাধ্যমে আমাদের ভাইগণ উপকৃত হবেন এবং বক্ষমান পুস্তিকায় উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার দ্বারা নিজেদেরকে তামকীনের প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তুলবেন - যেমন ছিল সাহাবীগণের প্রজন্ম। আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ এই বইয়ের অনুবাদক ও এর প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এই প্রচেষ্টাগুলোকে আমাদের নাযাতের উছিলা বানিয়ে দিন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আপনারা আপনাদের কল্যাণকর দু'আয় আমাদেরকে ভুলবেন না।

والحَمدُ لله رب العالمين

وصلّي اللّٰهُ تَعَالَى على خَيرِ خَلقِهِ مُحمّدٍ وآلِه وأصحَابِه أجمَعِين

আবু লাইছ আল-হিন্দী

রমাদান - ১৪৪৪ হিজরী

মাকতাবাতুল মানহাল

الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وخاتم المرسلين، وبعد؛

নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দাদেরকে প্রতিপালন করেন, তাদেরকে তার পথ শিক্ষা দেন এবং তিনি তাদেরকে হিদায়াত ও সুন্দর বৈশিষ্ট্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন; যেন তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদগণের জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যেগুলো গ্রহণ করা ওয়াজিব। যাতে তারা প্রকৃত মু'মিন হতে পারে। সুরা আনফালের শুরুতেই উল্লেখ হয়েছে জিহাদের আদব, এর বিধিবিধান এবং জিহাদের পথ-নির্দেশনা। আর এগুলো মুজাহিদগণের জন্য আত্যাবশ্যক। এই আয়াতগুলো সম্মানিত সাহাবীগণের প্রথম প্রজন্মের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম বড় যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল - যে যুদ্ধ ছিল ইসলাম ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী। তারা নাবী ﷺ এর নিকট গনিমাহ'র অংশ চেয়েছিলেন অতঃপর তাদের নিকট উত্তর আসে। কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনার পরে যা রয়েছে তা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ; যেমন - ঈমান-আনুগত্যের তাৎপর্য, নি'আমত স্মরণ করা, আল্লাহ তা'আলার জন্য বিনয় প্রদর্শন করা এবং অব্যাহতভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া - যেন দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।

মুজাহিদগণের সকল বৈশিষ্ট্য আহরণ করা হয় জিহাদের আয়াত ও জিহাদের সুরা থেকে। আর এগুলো এমন ঝর্ণা ও এমন কূপ যা ফুরাবার নয়।

আমাদের রব সুবহানাহু বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ

﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝﴾

“মু’মিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং তার আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে। আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক্ব দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে; তারাই প্রকৃত মু’মিন তাদের রবের নিকট তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদাসমূহ, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক্ব।”[1]

ভয় ও একাগ্রতা

প্রথম বৈশিষ্ট্যঃ তারা হবে -

﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

“যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করা হলে ভীত হয়।”[2] ইবনে কাসীর বলেন, “মুজাহিদ বলেছেন, “যাদের হৃদয় ভীত হয়।” আতঙ্কিত হয়, অর্থাৎ শঙ্কিত হয় এবং ভয় পায়। এমনিভাবে সুদ্দী সহ অনেকেই বলেছেন, এটা হচ্ছে মু’মিনের প্রকৃত সিফাত। যখন আল্লাহ তা’আলাকে স্মরণ করা হয় তখন তার অন্তর ভীত হয়। অর্থাৎ সে তাকে ভয় করে, তার আদেশগুলো পালন করে এবং তার বিধি-নিষেধগুলো বর্জন করে।”[3] সুতরাং তারা হল এমন ব্যক্তি যারা আল্লাহ

---

[1] সুরা আনফালঃ ০২-০৪

[2] সুরা আনফালঃ ০২

[3] তাফসীর ইবনে কাসীর

তা'আলাকে ভয় করে। যখন তারা আল্লাহর আদেশ শুনে তখন তারা অনুগত হয় এবং যখন তারা তার নিষেধ শুনে তখন তা হতে বিরত থাকে ও তা ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহর কিতাবের নিকট অবস্থান করে। কুরআনের আয়াত পাঠের সময় ভয়ের অর্থ এটা নয় যে, পরিস্থিতির কারণে নির্দোষ ঘোষণা করা বা উজর তালাশ করা অথবা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে প্রবঞ্চনা করা বা কুরআনের মূল বক্তব্যকে বক্র করা। বরং তাদের অবস্থা তো হবেঃ

﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾

“নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক ভয়ঙ্কর ভীতিপ্রদ দিবসের ভয় করি।”[4] এই সকল ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার জন্য অনুগত বিনয়ী। আল্লাহ বলেন,

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ۝

“আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দিন। যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করা হলে ভীত হয়।”[5] এটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি যার মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। সে কেবলমাত্র অস্ত্রবহনকারী কোন যোদ্ধা নয়। বরং সে আল্লাহর একজন সৈনিক, যে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মানুষকে তাদের পুতপবিত্র সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব করানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাই অপরিহার্য হচ্ছে সে আল্লাহকে এবং তার সকল নিদর্শনকে সম্মান করবে, আল্লাহকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবে, তার হৃদয় আল্লাহর সম্মানে পূর্ণ থাকবে। ফলে তার নিকট আল্লাহর কালাম হবে সবচেয়ে মহান এবং তার আদেশ হবে সবচেয়ে মহান আদেশ। যে ব্যক্তি তা শুনবে আবশ্যকীয়ভাবে তার অন্তরে এর যথাযথ স্থান কার্যকর হবে এবং তার কর্ণকুহরে ঐ আদেশের

---

[4] সুরা ইনসানঃ ১০

[5] সুরা হাজ্জঃ ৩৪-৩৫

প্রতিধ্বনি স্থায়ী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর এবং যখন তোমরা তার কথা শুনতে পাও তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে, 'শুনেছি' আসলে তারা শুনে না।"[6]

আল্লাহকে এবং তার কিতাবকে সম্মান করার মাঝে নাবী ﷺ এর সুন্নাহ'কে সম্মান করা অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ নাবী ﷺ হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মুবাল্লিগ। আর সুন্নাহ হল কুরআনের ব্যাখ্যাকারী এবং কুরআন স্পষ্টকারী। আমাদের পূর্বপুরুষ সাহাবীগণ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ নাবী ﷺ এর সুন্নাহ'কে যথাযথভাবেই সম্মান করতেন এবং মেনে চলতেন। আর এটাই তাদের সৌভাগ্যবান হওয়ার এবং তাদের সঠিকতার প্রমাণ। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

কুরআন পাঠের সময় ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾

"আর তাদের নিকট তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি

[6] সুরা আনফালঃ ২০-২১

করে।”[7]

আল্লাহর আয়াত তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দেয়। যখন তারা কুরআনের আয়াত শুনে বা তা পাঠ করে তখন তাদের ঈমান ও ইয়াক্বীন বৃদ্ধি পায়। বরং তারা এর কারণে প্রফুল্ল হয় যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

“অতএব যারা মু'মিন, নিশ্চয়ই তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত।”[8]

সুতরাং তাদের অন্তর আনন্দিত হয় এবং তাদের চেহারা আলোকিত হয় যখন তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত থেকে ঈমানের আধিক্যতা এবং জ্ঞান লাভ করে। ঐ আয়াতগুলো তাদের নিকট গনিমাহস্বরূপ। তারা ঐ সকল আয়াত পাওয়ার সাথে সাথে ইলম ও আমল আঁকড়ে ধরে। আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “আমাদের সঙ্গীগণ আমাদের পড়িয়েছেন, আমাদের শিখিয়েছেন, এবং আমাদের অবহিত করেছেন যে, নাবী ﷺ তাদের কাউকে দশ আয়াত পড়া শিখাতেন অতঃপর সেগুলো অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ না সে এগুলোর আমল করা শিখতো। তিনি বলেন, তারা বলত, তিনি আমাদেরকে একত্রে কুরআন ও আমল শিক্ষা দিয়েছেন।”[9]

সুতরাং ব্যাপকভাবে মু'মিনগণের জন্য এবং বিশেষভাবে মুজাহিদগণের জন্য কাম্য হচ্ছে সে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের তাফসীর তথা ব্যাখ্যা শিক্ষা করার ব্যাপারে এবং আয়াতে বিদ্যমান আমলের বিভিন্ন দিক তালাশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে; যাতে করে তার ঈমান ও আমল বৃদ্ধি পায়। কুরআনের

---

[7] সুরা আনফালঃ ০২

[8] সুরা তাওবাঃ ১২৪

[9] শারহু মুশকিল আল-আছার

আয়াত থেকে উপকার লাভ করা থেকে মানুষকে বাধা দেয় কেবলমাত্র গুনাহের ভারী বোঝা, অন্যমনস্ক হৃদয় এবং দুনিয়ার সম্পর্ক। আর যার বিমুখতা বৃদ্ধি পেতে থাকে সে হল মুনাফিক্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

"আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তাদের অপবিত্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা যুক্ত করে। আর তাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়।"[10]

সুতরাং আয়াতসমূহ কেবলমাত্র তাদের অনিষ্টতা, অন্যায়, সংকীর্ণতা, একগুঁয়েমি এবং কঠোরতাই বৃদ্ধি করে। আর এই সকল ব্যক্তিদের জন্য শুধু ধ্বংসই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ج﴾

"অতএব ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে কঠিন হয়ে গেছে।"[11]

আল্লাহর উপর ভরসা করা

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

[10] সুরা তাওবাঃ ১২৫

[11] সুরা যুমারঃ ২২

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

“আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।”[12] ইবনে কাসীর বলেন, “অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র তার নিকট আশা করে, তারা তার নিকটই বাসনা করে, তারা তার সান্নিধ্যেই আশ্রয় নেয়, প্রয়োজনাদি তার থেকেই প্রত্যাশা করে, কেবলমাত্র তার নিকট কামনা করে এবং তারা জানে যে, তিনি যা চান তা হয় এবং তিনি যা চান না তা হয় না, রাজত্বে পরিবর্তনকারী তিনিই - যিনি একক যার কোন শরীক নেই এবং তার আদেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী; এজন্য সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেছেন, আল্লাহর উপর ভরসা করা হল ঈমান সঞ্চয়কারী।”[13] এটা এমন মহান এক বৈশিষ্ট্য যা ব্যতীত মুজাহিদ পথ চলতে সক্ষম নয়। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ব্যতীত কিভাবে জিহাদের কষ্টের ব্যাপারে শক্তি অর্জন করবে! অথচ পুরো বিশ্ব তার জন্য অপেক্ষমাণ, সরঞ্জামাদি স্বল্প, শক্তি-সামর্থ্য খুবই অল্প আর প্রতিবন্ধকতা অনেক! তাই আল্লাহর উপর ভরসাকারীর সকল নির্ভরতা আল্লাহর উপর এবং তার আস্থা আল্লাহ সুবহানাহুর প্রতি। সে মনে করে সবকিছু তার রব এবং তার মাওলার হাতে। ফলে যদি সে প্রয়োজনগ্রস্থ হয় তাহলে আল্লাহর নিকট চায়। যদি তার উপর কোন বিষয় কঠিন হয় তাহলে সে আল্লাহর কাছে অনুনয় করে। যদি সে কোন কাজ করে তাহলে আল্লাহর নিকট এর পূর্ণতার আশা করে। কারণ সে আসবাব তথা উপকরণের সাহায্যে কাজ করে কিন্তু উপকরণকেই সবকিছু মনে করে না। বরং যদি সে একটি উপকরণ হারিয়ে ফেলে তখন সেখানে অন্য আরেকটি উপকরণ উপস্থিত হয়। কারণ উপকরণ তৈরিকারী এবং নির্ধারণকারী তো আল্লাহ। তিনিই তাকে সকল উপকরণ ইলহাম করে দেন এবং তার জন্য সকল বিষয় সহজ করে দেন। ফলে সে অবসন্নতা ও বিরক্তি

---

[12] সুরা আনফালঃ ০২

[13] তাফসীর ইবেন কাসীর

উপলব্ধি করে না এবং কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। বরং সে হয় শক্তিমান, অবিচল ও ধৈর্যশীল। কারণ আল্লাহ তার সাহায্যকারী এবং তার বিষয়কে সহজকারী। আর এটা মুজাহিদের সাথে সাথে তার সকল কাজে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই তার সামনে একটি দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া মাত্রই আল্লাহর প্রতি তার নির্ভরতা এবং আল্লাহর উপর তার উৎকৃষ্ট তাওয়াক্কুল তথা ভরসার কারণে সে বিকল্প খুঁজে পায়।

সালাত প্রতিষ্ঠা করা

চতুর্থ বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾

"যারা সালাত কায়েম করে।"[14] ইবনে কাসীর رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "ক্বাতাদাহ বলেছেন, সালাত প্রতিষ্ঠা করাঃ অর্থাৎ সালাতের সময়, অযু এবং রুকু-সিজদার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেছেন, সালাত প্রতিষ্ঠা করাঃ অর্থাৎ সালাতের সময়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, সালাতে যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন করা, পরিপূর্ণভাবে সালাতের রুকু-সিজদা করা, কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তাশাহুদ ও নাবী ﷺ এর প্রতি দুরূদ পাঠ করা- এগুলোই হল সালাত প্রতিষ্ঠা করা।"[15] সালাতের গুরুত্ব বিরাট। আর তা জিহাদের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সালাতের গুরুত্ব নিশ্চিতকরণে এবং মুজাহিদগণের উপর সালাতের বিরাট প্রভাব থাকার কারণে এলোমেলো

---

[14] সুরা মায়িদাহঃ ৫৫

[15] তাফসীর ইবনে কাসীর

ধূলিমলিন অবস্থায় তাদের রব আল্লাহর সামনে সারিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে জিহাদের ময়দানেও সালাতুল খওফ জামা'আতের সাথে পড়ার বিধান করা হয়েছে। আবু বকর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ইয়াযিদ ইবনে আবী সুফিয়ানকে বলেছিলেন, - যখন তিনি তাকে সৈন্যবাহিনীর সাথে শামে প্রেরণ করছিলেন - "তুমি সময়মত রুকু-সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে বিনিত হয়ে সালাত আদায় করবে।"[16] তিনি আমর ইবনুল আস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ কেও বলেছিলেন,- তিনি তার সৈন্যবাহিনীর আমির ছিলেন - "সালাতের ব্যাপারে গুরুত্ব দিবে সালাতের ব্যাপারে গুরুত্ব দিবে। যখন সালাতের সময় হবে তখন সালাতের জন্য আযান দিবে। আর তুমি আযান দিয়ে সালাত আদায় করবে যা সৈন্যবাহিনীর সকলেই শুনে।"[17]

সালাতের প্রভাব রয়েছে। এমনকি শত্রুদের অন্তরেও সালাতের প্রভাব পড়ে। যেমনটি ক্বাদিসীয়্যাহ'র ঘটনায় বর্ণিত হয়েছেঃ "যখন মুআযযিন সালাতের জন্য আযান দিল তখন পারস্য বাহিনীর সেনাপতি রুস্তম তাদেরকে দেখল তারা নাড়াচাড়া করছে অর্থাৎ প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে সে পারস্যদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে সওয়ার হতে বলল। অতঃপর তাকে বলা হল, কেন? সে বলল, তোমরা কি তোমাদের শত্রুদের দেখছো না তাদের মাঝে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ফলে তারা তোমাদের উদ্দেশ্যে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠছে! রুস্তমের গুপ্তচর বলল - যাকে সে মুসলিমদের কাছে পাঠিয়েছিল - তাদের এই নাড়াচাড়া হচ্ছে সালাতের জন্য। অতঃপর সে পারস্য ভাষায় বলল, এটাই হল সেই ওমর যে কুকুরদের সাথে কথা বললে তাদেরকেও জ্ঞান শিক্ষা দেয়।"[18]

সুতরাং সালাত আদায় করা ওয়াজিব যেমনটি আল্লাহ আদেশ করেছেন - যদিও মানুষ জিহাদ ও রিবাতে থাকে যতক্ষণ সে নিরাপদ স্থানে থাকে। আল্লাহ

---

[16] আল-কামিল ফী-তারীখ

[17] ফুতূহ আশ-শাম

[18] তারীখুত ত্ববারী

তা'আলা বলেন,

فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন সালাত কায়েম করবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"[19]

এর উপর ভিত্তিকরে প্রয়োজন নেই এমন রুখছতের ক্ষেত্রে ব্যাপক হওয়া যাবে না - যেমন জমা করা এবং তায়াম্মুম করা। তবে যদি ভয় অথবা যুদ্ধের আহ্বান বা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে সক্ষমতা অনুযায়ী সালাত পড়বে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। এমনকি কঠিন মূহুর্তে সে ইশারা-ইঙ্গিতে সালাত পড়বে।

যার সালাত সুন্দর হবে তার জিহাদ ও সমস্ত আমল সুন্দর হবে। আর যে সালাতের ক্ষেত্রে শিথিলতা করবে সে সালাত ব্যতীত দ্বীনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও শিথিলতা করবে। তাই সতর্ক হোন!

সম্পদ ব্যয় করা ও উৎসর্গ করা

পঞ্চম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

[19] সুরা নিসাঃ ১০৩

“এবং তাদেরকে আমরা যে রিযিক্ব দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।”[20] ইবনে কাসীর বলেন, “আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক্ব দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করা যাকাতের খিরাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর বান্দাদের সকল অধিকার ওয়াজিব এবং মুস্তাহাবের প্রকার থেকেই। সকল সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার। তাই তাদের মাঝে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যে তার সৃষ্টিকে উপকার করে। ক্বাতাদাহ আল্লাহর এবাণীর ব্যাপারে বলেন, “এবং তাদেরকে আমরা যে রিযিক্ব দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।” আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা থেকে তোমরা ব্যয় কর। হে আদম সন্তান! এই সকল সম্পদ তো তোমার নিকট আমানত এবং গচ্ছিত। অচিরেই তুমি তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।”

একজন মুজাহিদ তার জীবন ও তার সম্পদ উৎসর্গ করবে। কারণ সাহসিকতা এবং দানশীলতা-এ দু’টি সহচর। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের সাথে সম্পর্ক করে সে দুনিয়া উৎসর্গ করে দেয় এবং সেব্যাপারে পরোয়াই করে না। উৎসর্গ করা অকৃত্রিম যা সহজ নয়। সব থেকে মহান ব্যয় করা হল জিহাদ এবং জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে ব্যয় করা।

অতঃপর এই আয়াতগুলো শেষ হয়েছে ঐ ব্যক্তির ঈমানকে দৃঢ় করণের মাধ্যমে যে এই সমন্বিত বৈশিষ্ট্যাবলী একত্রিত করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ﴾

“তারাই প্রকৃত মু’মিন।”[21]

যে ব্যক্তি এই বৈশিষ্ট্যাবলীর মাধ্যমে গুণান্বিত হবে তার জন্য তার দ্বীন

[20] সুরা বাক্বারাহঃ ০৩

[21] সুরা আনফালঃ ০৪

নিরাপদ হবে এবং সেই প্রকৃত মু’মিন, প্রকৃত মুজাহিদ ও প্রকৃত আল্লাহ ভীরু। তার জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত প্রতিদান। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

“তাদের রবের কাছে তাদেরই জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদাসমূহ, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক্ব।”[22]

আমরা আল্লাহর নিকট সুউচ্চ মর্যাদা এবং স্থায়ী নি’আমত কামনা করি। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কবুল করুন! নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। আপনি আমাদের তাওবা কবুল করুন! নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী দয়াময়।

[22] সুরা আনফালঃ ০৪

আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে মুজাহিদগণের বৈশিষ্ট্যাবলী আহরণ করে আলোকপাত করছি – যারা তাদের কাঁধে এমন কিছু বহন করে পাহাড় যা বহন করতে অক্ষম এবং যার দায়িত্বভার থেকে বশ্যতা স্বীকারকারী অন্তর পলায়ন করে। যারা কুফরকে আক্রমণ করে এবং এর উপর ধৈর্যধারণ করে। যাতে তারা জগৎসমূহের রবের শারীয়াহ দ্বারা শাসন করার জন্য কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে। সুতরাং আল্লাহ যাদেরকে এই সকল স্তরের জন্য উপযোগী করেন তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ রয়েছে। সুরা তাওবা, সুরা আনফাল ও জিহাদের অন্যান্য সুরা তাদের সম্পর্কে আমাদের নিকট বর্ণনা করে। এই সকল সুরা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মনে জিহাদের ময়দানের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে দিবে যে এগুলো নিয়ে চিন্তা করে। প্রত্যেক মুজাহিদকেই এ সুরাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়; তার কেমন হওয়া উচিৎ – যেন তার জিহাদ পূর্ণাঙ্গভর হয় এবং সে জিহাদের অগ্রদূত ও ঘোড়সওয়ার হতে পারে।

আমানত রক্ষা করা

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

"হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের সথে খিয়ানত করো না। আর তোমরা জ্ঞাতসারে তোমাদের আমানতের খিয়ানত করো না।"[23] ইমাম সুয়ুত্বী তার তাফসীরে বর্ণনা করেন, "ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে আল্লাহর এবাণীর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে - "তোমরা আল্লাহর সাথে খিয়ানত করো না।" তিনি বলেন, তার ফরজসমূহ ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে। "রাসুলের সাথে" তার সুন্নাহ ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে এবং পাপ সম্পাদন করার মাধ্যমে। "তোমরা তোমাদের আমানতের খিয়ানত করো না।" তিনি বলেন, তোমরা তা নষ্ট কর না এবং এমন আমানত নষ্ট কর না যা আল্লাহ বান্দাদের নিকট রেখেছেন।" তিনি বলেন, "আবু শাইখ ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবীব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে আল্লাহর এবাণীর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন - "তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের সাথে খিয়ানত করো না।" তা হচ্ছে যুদ্ধে অস্ত্রের ক্ষতি করা।"[24]

সুতরাং মুজাহিদ বহনকৃত আমানতের এবং অর্পিত দায়িত্বের রক্ষাকারী হবে - হোক তা লোকবল বা অস্ত্র অথবা সম্পদ বা তথ্য অথবা এরকম বিষয় তা সমান। তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে সে এই সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে আমানতদার হবে। আর আমানতের মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং তা ফাঁস না করা অন্তর্ভুক্ত হয়। সুদ্দী থেকে বর্ণিত হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের

[23] সুরা আনফালঃ ২৭

[24] আদ-দুরারুল মানছূর

সাথে খিয়ানত করো না।” তিনি বলেন, “তারা নাবী ﷺ এর থেকে কথা শুনত অতঃপর তা ফাঁস করে দিত এমনকি তা মুশরিকদের নিকট পৌঁছে যেত।”[25] আর এ বিষয়টি জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। তাই মুজাহিদগণের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং এই গোপনীয়তা যে ব্যক্তির জানা প্রয়োজন নেই তার নিকট বর্ণনা না করা প্রত্যেক মুজাহিদের উপর ওয়াজিব - যদিও সে অতি নিকটবর্তী ব্যক্তি বা সঙ্গী হয়। বিশেষত যখন মুজাহিদগণের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি তথ্য অর্জন করতে শত্রু আগ্রহী এবং অপেক্ষায় থাকে। সুতরাং হে মুজাহিদ ভাই! এমন ব্যক্তির নিকট তথ্য দেওয়া থেকে সতর্ক থাকুন যার কাজে উক্ত তথ্য প্রয়োজন নেই এবং এমন তথ্য পেতে চাওয়া থেকেও সতর্ক থাকুন যা আপনার কাজে আপনাকে উপকার করবে না। কারণ তৎক্ষণাৎ কিংবা বিলম্বে এটাই আপনার জন্য অধিক উপকারী হবে।

আল্লাহ তা’আলাকে ভয় করা

সপ্তম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

“হে মু’মিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ফুরক্বান (সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী) প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর

[25] ত্বাবারী

আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।”[26] ইবনে কাসীর رَحِمَهُ الله বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং তার নিষেধ বর্জন করার ক্ষেত্রে তাকে ভয় করে সে বাতিল থেকে হক্ব চেনার ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আর এটাই তাকে সাহায্য করা, তার মুক্তি, দুনিয়ার বিষয়াদি থেকে বের হবার পথ এবং ক্বিয়ামতের দিন তার সৌভাগ্যের কারণ।”[27] সুতরাং যখনই মুজাহিদ তার রবকে ভয় করে এবং তার কাজ, তার প্রতিপাদ্য বিষয় ও তার কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তার রবকেই ভয় করে তখন আল্লাহ তার অন্তরে এমন এক ফুরক্বান তথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী দান করেন যা দিয়ে সে হক্ব ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। আর এই যামানায় এমন ফুরক্বান অধিক প্রয়োজন যেখানে সংশয়-সন্দেহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষের জন্য বিষয়গুলো এলোমেলো হয়ে গেছে।

তাই আপনার জন্য আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা। নিজের মতামতকে এবং নিজের ভাল মনেকরাকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের সামনে অগ্রবর্তী করবেন না। আল্লাহর ভয়ের প্রতি আপনার আস্থা যেন নিজের বিবেচনার প্রতি আস্থা থেকে অধিক বড় হয়। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে -

﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾

“যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন।”[28]

﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾

---

[26] সুরা আনফালঃ ২৯

[27] তাফসীর ইবনে কাসীর

[28] সুরা ত্বলাক্বঃ ০২

“যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।”[29]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”[30]

অবিচল থাকা এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ তথা যিকির করা

অষ্টম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“হে মু’মিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাকবে, আর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করবে, যাতে তোমরা সফল হও।”[31] ইবনে কাসীর رَحِمَهُ الله বলেন, “আল্লাহ তা’আলা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় অবিচল থাকার এবং তাদের মুখোমুখি হওয়ার সময় ধৈর্যধারণ করার আদেশ করেছেন - তারা যেন পলায়ন না করে, পিছু হটে না আসে এবং

---

[29] সুরা ত্বলাক্বঃ ০৪

[30] সুরা হুজুরাতঃ ০১

[31] সুরা আনফালঃ ৪৫

ভীতু না হয়। ঐ অবস্থায় যেন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাকে ভুলে না যায়। বরং তারা যেন তার নিকট সাহায্য চায়, তার উপরেই ভরসা করে এবং তার নিকট তাদের শত্রুদের উপর বিজয় চায়।”[32] আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন যে জিহাদে অবিচল থাকে ও ধৈর্যধারণ করে এবং তিনি তাদেরকে সত্যবাদী হিসেবে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“যারা কষ্টে, দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে, তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাক্বী।”[33] আল্লাহ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾

“হে মু'মিনগণ, যখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।”[34]

যখন মু'মিনগণ অবিচল থাকে তখন আল্লাহ তার পক্ষ থেকে মদদ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেন এবং তারাও তাদের শত্রুকে অক্ষম করে দেন - যদিও শত্রু অনেক হয়। আর এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল মু'তার যুদ্ধে মু'মিনগণের দৃঢ়তা। মু'তার যুদ্ধে মু'মিনগণের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তারা দুই লক্ষ খ্রিষ্টানের মুখোমুখি হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহের পর মু'মিনগণের দৃঢ়তা খ্রিষ্টানদের সাহাস হারিয়ে ফেলা এবং তাদের শক্তি নিয়ে

---

[32] তাফসীর ইবনে কাসীর

[33] সুরা বাক্বারাহঃ ১৭৭

[34] সুরা আনফালঃ ১৫

ফিরে যাওয়ার কারণ ছিল। আর এটা বিজয় ছিল যেমনটি নাবী ﷺ অবহিত করেছেন।

রিদ্দাহ'র যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং তুলাইহার মাঝে সংঘটিত ঘটনা উল্লেখিত। তারা বলেছে, "যখন তুলাইহা শঙ্কেত শুনল তখন সে তার সঙ্গীদেরকে বিন্যস্ত করল। যখন সারিগুলো সোজা হল তখন খালিদ তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন এমনকি তিনি তুলাইহার নিকটে চলে আসলেন। অতঃপর তুলাইহা শক্তিশালী চল্লিশজন গোলামকে ডান অংশে দাঁড় করিয়ে বলল, তোমরা আক্রমণ করতে করতে বাম অংশে গিয়ে পৌঁছবে। ফলে লোকজন দূর্বল হয়ে পড়ল কিন্তু চল্লিশজনের কেউ নিহত হল না। এমনকি তুলাইহা তাদেরকে বাম অংশে দাঁড় করিয়ে দিল ফলে তারা আবার তাই করল এবং মুসলিমরাও পরাস্ত হতে থাকল। অতঃপর খালিদ বললেন, হে মুসলিমগণ! আল্লাহকে ভয় করুন -এ বলে তিনি লোকজনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং তার সাথে তার সঙ্গীরাও আক্রমণ করল। ফলে সারিগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। তিনি যখন ঐ চল্লিশজনকে আক্রমণ করা শুরু করলেন তখন অভ্যন্তর থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে খালিদ! আস্তে করুন এবং নিরাপদ আশ্রয় নিন - পাহাড়ের অভ্যন্তরে। অতঃপর খালিদ বললেন, আশ্রয় তো আল্লাহর নিকট। অতঃপর তিনি আক্রমণ করলেন। যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন চল্লিশজনের একজনও বেঁচে ছিল না এবং পরাজয়ের পর লোকজন ফিরে গেছে।"[35]

সুতরাং আপনারাও আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং অবিচল থাকুন অতঃপর উদ্দিষ্ট লোকজনকে আক্রমণ করুন এবং তাদের পরাজিত করুন!

---

[35] মুখতাছর সিরাতুর রাসুল

শোনা এবং মানা তথা আনুগত্য করা

নবম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

"আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া কর না, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[36]

এটা আল্লাহ সুবহানাহুর পক্ষ থেকে আল্লাহ ও তার রাসুল ﷺ এর আনুগত্য করা এবং আমীরগণের আনুগত্য করার ব্যাপারে একটি আদেশ। পাপ নয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে আমীরগণের আনুগত্য করা আল্লাহ এবং তার রাসুল ﷺ এর আনুগত্য করার নামান্তর। ইমাম আহমাদ হাদিস বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহর অবাধ্য হল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল।" এই বিষয়ের মাধ্যমেই জিহাদ স্থিতিশীল থাকে, মুজাহিদগণের সারি শক্তিশালী হয়, কাফিরদের মনোবল ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং এর মাধ্যমেই জিহাদের চাকা দ্রুত চলে।

আল্লাহ ঝগড়া-বিবাদ করতে নিষেধ করেছেন। আর ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে মতবিরোধ করা, অধিক বিতর্ক করা এবং নিজ নফসের কামনা ও ইচ্ছাকে

---

[36] সুরা আনফালঃ ৪৬

অগ্রগামী করা। যোগ্য মুজাহিদ তো তিনি যেখানেই তাকে স্থাপন করা হয় তিনি মেনে নেন এবং কাজ করে যান। নাবী ﷺ বলেছেন, "সে বান্দা সৌভাগ্যের অধিকারী যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো করেছে আর পদযুগলকে করেছে ধূলিমলিন। তাকে পাহারার দায়িত্ব দিলে সে পাহারাতেই লেগে থাকে। সেনাদলের শেষ ভাগে তাকে নিয়োজিত করলে সে শেষ ভাগেই লেগে থাকে।"[37] - আর "الساقة" অর্থাৎ সেনাদলের পিছনের অংশ - একজন মুজাহিদ যদি আদিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় তাহলে আল্লাহ তার অনুমেয় জটিলতা তার জন্য হালকা করে দেন।

আনুগত্যের ফলাফল বিরাট যার প্রভাব জিহাদের ময়দানে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। ইবনে কাসীর বলেন, " - সাহসিকতা, আল্লাহর নির্দেশ পালন করা এবং আল্লাহ তাদেরকে যে বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন তা মেনে চলার ক্ষেত্রে - সাহাবীগণের ন্যায় তাদের পূর্বের সকল জাতি-প্রজন্মের কেউ ছিল না এবং তাদের পরেও কেউ হবে না। কারণ তারা রাসুল ﷺ এর কল্যাণে নিয়োজিত থাকতেন এবং তিনি তাদেরকে যে আদেশ করতেন তার আনুগত্য করতেন। তারা স্বল্প সময়ে পূর্ব-পশ্চিমের অনেক অন্তর ও অঞ্চল জয় করেছেন - সকল অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় তাদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও। যাদের মধ্যে রয়েছে - রোম, পারস্য, তুর্কী, ছাক্বালিবাহ, বর্বর, আবিসীনীয় বাহিনী, সুদানের বিভিন্ন দল, কিবতী এবং বনী আদমের অনেক দল। তারা তাদের সকলকেই পরাস্ত করেছেন যতক্ষণ না আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয়, তার দ্বীন অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী হয় এবং পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। তারা এগুলো করেছেন ত্রিশ বছরের কম সময়ের মধ্যে। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন ও তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন এবং আমাদেরকে তাদের দলে একত্রিত করুন! নিশ্চয়ই তিনি সম্মানিত

---

[37] বুখারি

দানশীল।”[38]

আমীর যদি আল্লাহর আদেশ এবং তার ধার্যকরণের ক্ষেত্রে তাকে ভয় করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার অন্তরে সঠিক বিষয় ইলহাম পাঠাবেন এবং উত্তম কাজের জন্য তার পথ সহজ করে দেবেন। তাই আমীরগণের উপর আবশ্যক হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা। কারণ আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

“আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।”[39]

মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে ওয়ালা তথা বন্ধুত্ব করা

দশম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারা

[38] তাফসীর ইবনে কাসীর

[39] সুরা আনফালঃ ৪৬

একে অপরের বন্ধু।”[40]

এটা হচ্ছে মুজাহিদগণের বৈশিষ্ট্য। কারণ মুজাহিদ হয়তো আনসার হবে অথবা মুহাজির হবে। মুহাজির আল্লাহ ও তার রাসুলের জন্য এবং তার দ্বীনকে সাহায্য করা ও তার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য নিজের বাড়ি-ঘর ও পরিবার ছেড়ে দেয় এবং সে নিজ ভূমি এমনকি সাথী-সঙ্গীদের সাথে লেগে থাকে না! আল্লাহ তা’আলা বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল, অথচ তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলকে সাহায্য করে। এরাই তো সত্যবাদী।”[41]

আর আনসার দ্বীনের কারণে তার ঘর ছাড়া ভাইকে আশ্রয় দেয়, দ্বীনের খাতিরে তার ভাইকে মুহাব্বাত করে, তার নিকট থাকা বস্তু তাকে দিয়ে দেয় এবং তার নিজ ভূমিকে উৎসর্গ করে যা দ্বীনের শত্রুদের লক্ষ্যে পরিণত হয়। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

[40] সুরা আনফালঃ ৭২

[41] সুরা হাশরঃ ০৮

"আর তাদের জন্যও, মুহাজিরগণের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান আনয়ন করেছে, তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তারা তাদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরগণকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।"[42]

আল্লাহ তা'আলা হিজরত করা ও কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার ক্ষেত্রে এবং সাহায্য করা ও মুহাজির ভাইদের প্রতি সমতা বিধান করার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ এক উঁচু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এমনকি আনসারও তার মুহাজির ভাইয়ের সাথে তার সম্পদ, স্ত্রী ও সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে ইনসাফ করেছেন। নিজের দুই স্ত্রীর একজনকে তালাক্ব দিয়েছেন যেন তার মুহাজির ভাই বিবাহ করতে পারে। আর এর সবগুলোই ছিল আল্লাহর দ্বীনকে ভালবাসার কারণে এবং ঐ ব্যক্তির মর্যাদা জানার কারণে যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়।

দ্বীন প্রতিষ্ঠা হবে না এবং জিহাদের বিজয় আসবে না মুহাজিরগণ ও আনসারগণ ব্যতীত। আর আল্লাহ তা'আলা এই সকল ব্যক্তিদেরকে প্রকৃত মু'মিন হিসেবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

"আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মু'মিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক্ব।"[43]

[42] সুরা হাশরঃ ০৯

[43] সুরা আনফালঃ ৭৪

দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার সূচনার সময় এবং গুরাবাদের যামানায় হিজরত করা ও সাহায্য করা নিশ্চিতভাবে ওয়াজিব হয়ে যায় যেমনটি আজ আমাদের অবস্থা। তাই মাহরূম তথা বঞ্চিত সেই ব্যক্তিই যে মুহাজির হয়নি এবং আনসারও হয়নি।

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টকরে বর্ণনা করেছেন যে, কাফিররা একে অপরের বন্ধু। আর মু'মিনগণের মাঝেও এ বন্ধুত্ব করা আবশ্যক। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

"আর যারা কুফরি করে, তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা (ওয়ালা বারা বাস্তবায়ন) না কর, তাহলে যমীনে ফিতনা ও বড় ফাসাদ সৃষ্টি হবে।"[44]

আর এসব কিছুই ওয়ালার পূর্ণতার জন্য। কেননা ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে ভালবাসে, সে তার জন্য তাই পছন্দ করে যা নিজের জন্য পছন্দ করে এবং তার ভাইকে নিজ শরীরের অংশ মনে করে। যেন ইসলামের ভিত্তি শক্তিশালী হয়।

[44] সুরা আনফালঃ ৭৩

আমরা এমন প্রত্যেক মর্যাদাবান মুজাহিদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করছি যে জিহাদ ও জিহাদের পথে অবিচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকে অথবা এমন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে এই পথকে ভালবাসে এবং তার অনুভূতিতে যুদ্ধে বের হওয়ার সঙ্কল্প ঘুরপাক খায়। ফলে সে নিজের ভবিষ্যৎ কেবলমাত্র জিহাদের ময়দানেই দেখে। আল্লাহ তার জন্য যাত্রা সহজ করে দেন। আমরা বৈশিষ্ট্যের বাগান ও এর ডাল-পালায় প্রদক্ষিণ করছিঃ

জিহাদ পরিত্যাগ করার জন্য অনুমতি না চাওয়া

এগারতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা আপনার কাছে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চায় না। আর আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।"[45] ইবনে কাসীর رَحِمَهُ الله বলেন, "আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, যুদ্ধ থেকে বসে থাকার ব্যাপারে তার নিকট যেন এমন কেউ অনুমতি না চায় যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি ঈমান আনে। আল্লাহ বলেন, "তারা আপনার কাছে বিরত থাকার অনুমতি চায় না।" অর্থাৎ যুদ্ধ থেকে বসে থাকার ব্যাপারে। "তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে।" কেননা ঐ সকল ব্যক্তিরা জিহাদকে নৈকট্য অর্জন মনে করে। যখনই আমরা তাদেরকে এর প্রতিনিধি নিয়োগ করি তখন তারা দ্রুত পালন করে।"[46] কুরতুবী বলেন, "অর্থাৎ যুদ্ধ থেকে বসে থাকার ব্যাপারে বের না হওয়ার ব্যাপারে নয়। বরং যখন আমি কোন বিষয়ের নির্দেশ দেই তখন তারা তা দ্রুতই করে। কারণ ঐ সময়ে কোন উজর ছাড়া অনুমতি চাওয়া

[45] সুরা তাওবাঃ ৪৪

[46] তাফসীর ইবনে কাসীর

নিফাক্বের আলামতের অন্তর্ভুক্ত।”[47]

সুতরাং প্রকৃত মু’মিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যখন সে জিহাদের ডাক শুনতে পায় তখন সে কোন বিলম্ব এবং দ্বিধা ছাড়াই সাড়া দেয়। ফলে সে উজর এবং বসে থাকা, এড়িয়ে যাওয়া ও অনুমতি চাওয়ার জন্য সমর্থনযোগ্য বিষয় তালাশ করে না এবং খুঁজে বেড়ায় না। সে জিহাদের আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে গুজব রটনাকারীদের ও সাহায্য বর্জনকারীদের সংশয়ে কান দেয় না। সে মুজাহিদগণের সারির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ময়লা-আবর্জনার সাথে পিছনে ফিরে আসার জন্য অনুমতি চায় না। কারণ এগুলো মুজাহিদগণের সিফাত নয় এবং তাদের বৈশিষ্ট্যও নয়। মুজাহিদ জিহাদকে মনে করে ইবাদাত, নৈকট্য অর্জন এবং নিশ্চিতরূপে ফরজ বিধান যে ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই। যদিও আল্লাহ তা’আলা বসে থাকার ব্যাপারে অনুমতি চাওয়া ব্যক্তিদের নিন্দা করেছেন এবং তাদেরকে নিফাক্বের বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন! তাহলে ঐ সকল বসে থাকা ব্যক্তিদের অবস্থা কি হবে যারা বসে থাকার জন্য সাজিয়ে কথা বলে এবং মনে করে এর মধ্যেই তাদের দ্বীনের নিরাপত্তা রয়েছে?! বরং জিহাদের বিরুদ্ধে ঐ সকল যুদ্ধকারীদের অবস্থা কি হবে যারা মুজাহিদগণকে অপবাদ দেয়?! আল্লাহ সহায় হোন।

উজরগ্রস্থ ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করা

বারতম বৈশিষ্ট্যঃ এ বৈশিষ্ট্য উজরগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

---

[47] তাফসীরে কুরতুবী

لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿﴾

“কোন দোষ নেই দুর্বলদের উপর, অসুস্থদের উপর এবং যারা দান করার মত কিছু পায় না তাদের উপর, যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। সৎকর্মশীলদের উপর (অভিযোগের) কোন পথ নেই, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[48] কুরতুবী বলেন, “আল্লাহর বাণীঃ “যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়।” যখন তারা হক্ব জানবে, হক্বের বন্ধুদের ভালবাসবে এবং হক্বের শত্রুদের ঘৃণা করবে।”[49] সুতরাং এই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কোন অসুস্থতা অথবা স্পষ্ট খোঁড়া বা অন্ধত্বের কারণে উজরগ্রস্থ করেছেন আল্লাহ তার জন্য শর্ত করেছেন যে, তার অন্তর মু’মিনগণ ও মুজাহিদগণকে ভালবাসবে, তাদের জন্য দু’আ করবে, কাফিরদের ঘৃণা করবে যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বদ দু’আ করবে। সে সাহায্য বর্জন করবে না এবং গুজব রটাবে না। ইবনে কাসীর বলেন, “এই সকল ব্যক্তিদের উপর কোন পাপ নেই যখন তারা বসে থাকবে এবং তারা বসে থাকা অবস্থায় কল্যাণ কামনা করবে, মানুষের নিকট মিথ্যা রটাবে না, তারা তাদেরকে বাধা দিবে না এবং তারা তাদের এই অবস্থায় সৎকর্মশীল। তাই আল্লাহ বলেন, “সৎকর্মশীলদের উপর (অভিযোগের) কোন পথ নেই, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[50]

আর এই ব্যক্তি যদি হক্বপন্থীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়, পথভ্রষ্ট ও

---

[48] সুরা তাওবাঃ ৯১

[49] তাফসীরে কুরতুবী

[50] তাফসীর ইবনে কাসীর

পথভ্রষ্টকারীদের বক্তব্য প্রচার করে, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে অনাগ্রহী হয় তাহলে সে বসে থাকা ব্যক্তিদের ন্যায় পাপী হবে। উজরগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এটা একটি নির্দেশনা যে, সে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে - যদিও সেটা কথার মাধ্যমে হয় অথবা সাহায্য করা বা মুজাহিদগণের সম্মান রক্ষা করা এবং তাদের খোঁজখবর নেওয়ার মাধ্যমে হয়। এমনিভাবে এ বিষয়টিতে ঐ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হবে যে জিহাদের ময়দানে আহত হয়ে জখমের কারণে যুদ্ধ করা থেকে অক্ষম হয়ে গেছে। কেননা তার জিহাদের সুযোগ চলমান রয়েছে। আর এটা হবে মুজাহিদগণের প্রচেষ্টাগুলোকে উন্নত করা, তাদের সংবাদ প্রচার করা, কাফিরদের ক্রোধান্বিত করার মাধ্যমে এবং তার সক্ষমতা অনুযায়ী মুজাহিদগণকে সাহায্য করার অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমে। যদি সে এগুলো করে তাহলে তার জন্য মুজাহিদগণের সমপরিমাণ নেকী থাকবে। নাবী ﷺ এর এবাণীর কারণেঃ "মদিনায় এমন কতক লোক আছে যে, তোমরা যেখানেই গিয়েছো এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছো, তারা তোমাদের সাথেই ছিল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! তারা মদিনায় থেকেও (আমাদের সাথে ছিলেন)! তিনি বলেন, তারা মদিনায় থেকেও, তাদের উজর (অক্ষমতা) তাদের প্রতিরোধ করে রেখেছে।"[51] এব্যাপারে সাহাবীগণের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তাদের কেউ মুজাহিদগণের সাথে বের হয়েছেন তাদের দল ভারী করার জন্য অথবা তার খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতে আরোহণ করার জন্য। আর কেউ কেঁদেছেন যখন জিহাদের জন্য কোন উপায় পাননি। আমরা এখনো বর্তমান সময়ের মুজাহিদগণের মাঝে অনুরূপ ঘটনা সর্বদাই দেখি এবং শুনি। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

---

[51] বুখারি

আল্লাহর নিকট তাওবা করা

তেরতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿التَّائِبُونَ﴾

"তারা হবে তাওবাকারী।"[52] আর এই অংশটুকু আল্লাহ তা'আলার এবাণীর পরে রয়েছে -

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এ বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতঃপর তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও। আর সেটাই তো মহাসাফল্য।"[53]

আল্লাহ আমাদেরকে এই আয়াতের পরে ঐ সকল শহীদগণের বৈশিষ্ট্য

---

[52] সুরা তাওবাঃ ১১২

[53] সুরা তাওবাঃ ১১১

সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যাদের জান আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন। ত্ববারীতে এসেছেঃ "যাহহাক ইবনে মাযাহিম থেকে বর্ণিত, এক লোক তাকে আল্লাহর এবাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে - "নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এ বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতঃপর তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও। আর সেটাই তো মহাসাফল্য।" - লোকটি বলল, আমি কি মুশরিকদের উপর আক্রমণ করব না অতঃপর আমি লড়াই করতে থাকব যতক্ষণ না আমি নিহত হই? তিনি বললেন, তোমার অমঙ্গল হোক! শর্ত কোথায়? "তারা তাওবাকারী, ইবাদাতগুজার।"[54] শেষ। এই আয়াতের মধ্যে শহীদগণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "শহীদ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার মাঝে নয়টি বৈশিষ্ট্য থাকে -

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

"তারা তাওবাকারী, ইবাদাতগুজার, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর আপনি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন।"[55] [56]

---

[54] সুরা তাওবাঃ ১১২

[55] সুরা তাওবাঃ ১১২

[56] আস-সুয়ুত্বী

আল্লাহর নিকট তাওবা করা ঐ সকল ব্যক্তিদের প্রথম বৈশিষ্ট্য যারা নিজেদের জান বিক্রি করে দেয়। হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি পড়লেন, "তারা তাওবাকারী, ইবাদাতগুজার।" তিনি বলেন, "তারা শিরক থেকে তাওবা করে এবং নিফাক্ব থেকে মুক্ত হয়।"[57] এটা মুজাহিদের স্বভাব যে, সে অধিক তাওবাকারী হবে; কারণ পাপ জিহাদ না করতে উদ্বুদ্ধ করে হোক সেটা কথা, কাজ বা অন্তরের পাপ তা সমান। আর এগুলো অধিক বিপজ্জনক যেমন রিয়া বা লোকদেখানো কাজ, অহঙ্কার এবং প্রতারণা করা। আপনি কি দেখেন নি রিব্বীরা (ধার্মিক দল) আল্লাহকে ডেকে সর্বপ্রথম যা চেয়েছিল তা হচ্ছে ক্ষমা। তারা বলেছে,

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾

"হে আমাদের রব! আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজের সীমালঙ্ঘন আপনি ক্ষমা করুন।"[58] এটা তাদের শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত যে, তারা তাদের পাপের স্বীকারোক্তি আগে পেশ করেছিল। এজন্য যুদ্ধে গমন করার পূর্বে নতুন করে তাওবা করা মুস্তাহাব যেন মুজাহিদ তার পাপের কারণে পদস্খলিত না হয়। কেননা উহুদের দিনে কতিপয় মুসলিমের পদস্খলন পাপের কারণে হয়েছিল। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ ۝

"নিশ্চয়ই যেদিন দু' দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের ফলে শয়তানই

[57] তাফসীরে ত্ববারী

[58] সুরা আলে-ইমরানঃ ১৪৭

তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল।”[59]

কিভাবে মুজাহিদ তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না অথচ জিহাদের সবচেয়ে দীর্ঘ সুরার নাম তাওবা দেওয়া হয়েছে! জিহাদের ময়দানে বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের একটি হল আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন এবং তিনি তার জন্য তার জিহাদ নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করেন যখন সে বিপদ ও কষ্ট প্রত্যক্ষ করে। অতঃপর তিনি তাকে পদস্খলন ও বক্রতা থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ۝

“আল্লাহ অবশ্যই নাবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটময় মুহূর্তে - তাদের এক দলের হৃদয় সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবার পর।”[60] ইবনে জারীর বলেন, “তাদের কারো কারো অন্তর হক্ব থেকে ফিরে যাওয়া এবং দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান ও সংশয়ে পতিত হওয়ার পর - সফরে এবং যুদ্ধে যে বিপদ ও কষ্ট অনুভব করে সে কারণে।”[61]

অব্যাহতভাবে ইবাদাত করা

চৌদ্দতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[59] সুরা আলে-ইমরানঃ ১৫৫

[60] সুরা তাওবাঃ ১১৭

[61] তাফসীরে ত্বাবারী

﴿الْعَابِدُونَ﴾

“তারা হবে ইবাদাতগুজার।”[62] অর্থাৎ ইবাদাত এবং আল্লাহর প্রতি একাগ্রতার অধিকারী। সুয়ূত্বী তার তাফসীরে হাসান থেকে বর্ণনা করে বলেন, “তারা তাদের সর্বময় আল্লাহর ইবাদাত করে। আল্লাহর কসম তা এক মাস বা দুই মাস নয় এবং এক বছর বা দুই বছর নয়। বরং তা হচ্ছে যেমনটি সৎ বান্দা বলেছিলেন,

﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾

“এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন।”[63] শেষ। ত্ববারী বলেন, “তারা এমন ব্যক্তি যারা আল্লাহর ভয়ে নত হয় এবং বিনয়ী হয়। ফলে তারা তার সেবায় আত্মনিয়োগ করে।”[64]

জিহাদ সকল কল্যাণ ও ইবাদাতের দরজার সমষ্টি; যেমন কুরআন তিলাওয়াত, সালাত। ইবাদাতের মধ্যে ব্যস্ত থাকা সর্বোত্তম ব্যস্ততা। হাবীব ইবনে শাহীদ বলেন, “নাফেয়ীকে বলা হল, ইবনে ওমর তার গৃহে কি করে? তিনি বললেন, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না; প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করা এবং এ দুইয়ের মাঝে কুরআন পাঠ করা।”[65] অথবা যিকির করা বা খেদমত করা অথবা ভাইদের অবস্থাদির খোঁজখবর নেওয়া এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করা অথবা উপদেশ ও ইলমের মজলিসের আয়োজন

---

[62] সুরা তাওবাঃ ১১২

[63] সুরা মারইয়ামঃ ৩১

[64] তাফসীরে ত্ববারী

[65] সিয়ারু আলামিন নুবালা

করা অথবা সাদাক্বাহ করা অথবা কোন কাজ বা অপারেশনের পরিকল্পনা করা। এগুলো হচ্ছে সৎ আমল যেগুলো মুজাহিদের ঈমানকে শক্তিশালী করে। জান্নাত প্রত্যাশীকে এমন পাওয়া যায় না যে, সে নিজেকে দুনিয়াদারদের মধ্যে গণ্য করে। প্রতিটি সময়ে সেখানে তথা জান্নাতে নাঈমে তার গৃহ আবাদ করার ব্যাপারে সে চেষ্টা করে।

কারণ মুজাহিদের সময় মূল্যবান। যদিও সে নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ করে রাখার কারণে তার অন্যান্য কাজে সে আজর তথা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। তাই তার ইবাদাতের অংশ হবে সুনিশ্চিত। হয়তো সে জিহাদের নি'আমতের ব্যাপারে আল্লাহর শুকরিয়া করবে যেমনটি আমাদের নাবী ﷺ সালাত আদায় করতেন এমনকি তার দু-পা ফেটে যেত যেন তিনি কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারেন। অথবা সে এই কল্যাণের উপর অবিচলতা কামনা করবে। সুতরাং হে আমার মুজাহিদ ভাই! উচ্চ শিখড়ে আপনাকে অবিচল রাখবে কেবলমাত্র ইবাদাত এবং কল্যাণের প্রতিযোগিতা।

তাই আপনি যুদ্ধের বাহিরে যে সময় পান সেটাকে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যবহার করুন এবং নিজের জন্য কোন অবসর সময় রাখবেন না। কেননা অবসর সময় শয়তানের রশির সূচনা। তাই সাবধান থাকুন!

আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা এবং তার প্রশংসা করা

পনেরতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿الْحَامِدُونَ﴾

"তারা হবে প্রশংসা জ্ঞাপনকারী।"[66] কুরতুবী বলেন, "অর্থাৎ তার ফায়সালাতে তারা সন্তুষ্ট হয়, তার আনুগত্যে তার নি'আমত ব্যয় করে। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করে।"[67] তারা আল্লাহর নি'আমত স্বীকারকারী এবং সুখে-দুঃখে শুকরিয়া আদায়কারী। ফলে তারা যে অনুগ্রহই লাভ করে তারা তা আল্লাহর দিকে নিসবত করে এবং যে অনিষ্টতাই তাদের আক্রান্ত করে তারা সে ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়। কারণ তা আল্লাহর ফায়সালা। আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ যে মহান বিষয়গুলো শিক্ষা করে-এর একটি হচ্ছে বিনয়, স্বীকৃতি প্রদান ও আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব এবং তার সাথে সম্পর্ক করে প্রতিটি কল্যাণকে সে আল্লাহর দিকে নিসবত করে। যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করে অতঃপর প্রথমে ও শেষে অনুগ্রহ আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তা'আলার বাণীতে রয়েছেঃ

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ﴾

"আর আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।"[68] এই বাস্তবতার স্পষ্ট বর্ণনা। আপনি যদি কাফিরকে হত্যা করেন সেটা আল্লাহর অনুগ্রহে। আপনি যদি কাফিরদের নিঃশেষ করে দেন তাহলে আল্লাহই সাহায্যকারী। আর যদি আপনার বিপদ বড় হয় তাহলে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি এরকম হবে সে তাওহীদবাদী। মাদায়েন বিজয় করার পর ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর নিকট প্রেরিত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের এক চিঠিতে এসেছেঃ "আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি তার নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর দুরূদ পাঠ করছি- আল্লাহ আমাদেরকে শত্রুর উপর বিজয় দান

---

[66] সুরা তাওবাঃ ১১২

[67] তাফসীরে কুরতুবী

[68] সুরা আনফালঃ ১৭

করেছেন যে শয়তানের আনুগত্য করে এবং ভ্রষ্টতার ময়দানে তার লাগাম ছেড়ে দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু আমাদেরকে সুন্দর রীতির উপর চালিয়েছেন এবং আমরা ইয়াজদিগার্দ ইবনে কিসরার পাহাড় তুল্য প্রাচুর্যের অভ্যন্তরে তার সৈনিকদের মাথায় আঘাত করে তার রাজত্ব কেড়ে নিয়েছি।”[69] এছাড়াও তাদের رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُم চিঠিগুলোতে অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর প্রতিটি অনুগ্রহ তারা আল্লাহ সুবহানাহুর দিকে ফিরিয়ে দিতেন।

হে আল্লাহ আপনি আমাদের তাওবাকারী, ইবাদাতগুজার, প্রশংসাকারী এবং আপনার শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী বানিয়ে দিন!

দুনিয়া বিমুখ হওয়া

ষোলতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿السَّآئِحُونَ﴾

“তারা হবে সিয়াম পালনকারী।”[70] "السياحة" তথা ভ্রমণকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং সিয়ামের মাধ্যমে তাফসীর করা হয়। আর "سياحة" হল ইবাদাতের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং পৃথিবীতে চলাফেরা করা। ইবনে জারীর বলেন, “আল্লাহর বাণীঃ "السائحون" তারা হচ্ছে সিয়াম পালনকারী।” বর্ণিত আছে নাবী ﷺ কে "السائحون" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। অতঃপর তিনি বলেছেন, “তারা সিয়াম পালনকারী।” কাতাদাহ থেকে "السائحون" সম্পর্কে

---

[69] ফুতুহ আশ-শাম

[70] সুরা তাওবাঃ ১১২

বর্ণিত আছে, “এমন লোক যারা আল্লাহর জন্য সিয়াম রাখে।”[71]

আবু দাউদ উমামা رَضِيَالله عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে ভ্রমণের অনুমতি দিন! নাবী ﷺ বললেন, “আমার উম্মাতের ভ্রমণ হচ্ছে আল্লাহ তা’আলার রাস্তায় জিহাদ করা।” এ দু’টি অর্থাৎ জিহাদ ও সিয়ামের মাঝে আনুগত্যে ব্যস্ত থাকা এবং দুনিয়ার মজাদার বস্তু ত্যাগ করা রয়েছে।

আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ আল্লাহ তা’আলার ইবাদাতের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ফলে সে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে থাকে, সে তার পিছনে থাকা দুনিয়া ও দুনিয়ার প্রবৃত্তি, চাকচিক্য বর্জন করে এবং সে এর স্থলাভিষিক্ত করে নেয় সংযমতা ও কঠিন জীবন-যাপন এবং উৎকৃষ্ট ধূলা ও ট্যাংকের ধূয়ার ঘ্রাণ।

এতে দুনিয়া বিমুখতা অন্তর্ভুক্ত। কারণ দুনিয়া বিমুখতা মুজাহিদ এবং বিজয়ীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়া বিমুখতা অন্তরকে তুচ্ছতা থেকে উচ্চতার দিকে ঘুরিয়ে দেয়। বিপরীতে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শত্রুদের উপর বিজয় বিলম্ব হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। নাবী ﷺ এর সাহাবীগণ মনে করতেন দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক জিহাদকে পিছিয়ে দেয়। আমর ইবনুল আস رَضِيَالله عَنْهُ যখন দুই বছরে মিসর বিজয় করতে পারেন নি - যদিও তিনি মিসরের বড় অংশ জয় করেছিলেন - তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব এটাকে বিলম্ব হিসেবে গণ্য করলেন। আর তিনি আমর ইবনুল আসকে চার হাজার এবং চারজন লোক সাহায্য পাঠিয়েছিলেন - যাদের একজন এক হাজার জনের সমতুল্য। তারা হলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম, মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ, উবাদা ইবনে সামিত এবং মুসলিমা ইবনে মুখাল্লাদ। বলা হয়ে থাকে চতুর্থ জন হলেন খারিজা ইবনে হুযাফাহ। অতঃপর ওমর رَضِيَالله عَنْهُ আমর ইবনুল আসের নিকট বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে চিঠি পাঠালেন এই বলে যে,

[71] তাফসীর

“অতঃপর মিসর বিজয়ের ক্ষেত্রে তোমাদের ধীরগতিতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। তোমরা তাদের সাথে দুই বছর যাবৎ যুদ্ধ করছো; তোমাদের এ বিলম্বের কারণ হচ্ছে তোমরা দুনিয়ার এমন বিষয়কে ভালবাসতে শুরু করেছো যা তোমাদের শত্রুরা ভালবাসে। আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى কোন জাতিকে কেবলমাত্র তাদের নিয়তের সততার কারণে বিজয় দান করেন। আমি তোমার নিকট চারজনের একটি দল পাঠাচ্ছি। আমি তোমাকে আরো অবহিত করছি যে, আমি যতটুকু জানি তাদের একজন এক হাজার জনের সমান। তবে অন্যদেরকে যা পরিবর্তন করেছে তা তাদেরকেও পরিবর্তন করবে। আমার এই পত্র যখন তোমার কাছে পৌঁছবে তখন তুমি মানুষের মাঝে ভাষণ দিবে, তাদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উত্তেজিত করবে, তাদেরকে সবর ও নিয়ত বিশুদ্ধ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিবে, মানুষের সম্মুখে ঐ চারজনকে অগ্রবর্তী করবে এবং সকল লোকদেরকে আদেশ করবে, তাদের সকলের বিপদ যেন একজন ব্যক্তির বিপদের ন্যায় হয়। আর এটা যেন হয় জুমার দিন সূর্যাস্তের সময়। কেননা এ সময়ে রহমত নাযিল হয় এবং এটা দু’আ কবুলের সময়, মানুষ যেন চিৎকার করে আল্লাহর নিকট দু’আ করে এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তার নিকট বিজয় চায়।”[72]

অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করা এবং দীর্ঘ সময় ক্বিয়াম করা

সতেরতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ﴾

[72] ফুতুহুল মিসর ওয়াল মাগরিব

"তারা হবে রুকুকারী, সিজদাকারী।"[73] এ বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে কারণে আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ এর সাহাবীগণের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾

"আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবেন।"[74] ইবনে কাসীর বলেন, "আল্লাহর বাণীঃ "আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায়।" আল্লাহ আমলের আধিক্যতা ও সালাতের আধিক্যতার মাধ্যমে তাদের গুণ বর্ণনা করেছেন। আর এটাই সর্বোত্তম আমল। আল্লাহ তাদের গুণ বর্ণনা করেছেন সালাতের মধ্যে তার জন্য একনিষ্ঠ হওয়ার কারণে এবং আল্লাহর নিকট যথাযথ সওয়াবের আশা করার কারণে। তা হল আল্লাহর অনুগ্রহ অন্তর্ভুক্তকারী জান্নাত।"[75]

সুতরাং মুজাহিদগণ হলেন রাতে দুনিয়া বিরাগী। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের ইখলাসের সাথে সাথে এটাই তাদের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য; এর কারণ হল ক্বিয়ামুল লাইল আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা প্রদান করা, তাকে পাওয়া, ঈমান দৃঢ় করণ ও উচ্চ মর্যাদা কামনা করা এনে দেয়। আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত হওয়া এবং তার উপর ভরসা করা এনে দেয়। ক্বিয়ামুল লাইলকারীদের উপর নুর ঢেলে দেওয়া হয়। এজন্য আমরা বিজয়ীদেরকে অন্ধকার কক্ষে রাতে তাহাজ্জুদ গুজার অবস্থায় আল্লাহর অনুগত দেখতে পাই। যদি আমরা পূর্ববর্তী মুজাহিদগণের পাতা উল্টাই তাহলে একমাত্র ক্বিয়ামুল লাইল তাদেরকে তাদের জিহাদ ও তাদের যুদ্ধে সঙ্গ দিত। সা'দ ইবনে আবী

---

[73] সুরা তাওবাঃ ১১২

[74] সুরা ফাতহঃ ২৯

[75] তাফসীর ইবনে কাসীর

ওয়াক্কাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট প্রেরিত তার চিঠিতে বলেন, তিনি ক্বাদিসিয়্যাহ'র লোকজনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করছিলেন, "মুসলিমদের মধ্য থেকে সা'দ ইবনু আবীদ আল-কারী, অমুক, অমুক এবং মুসলিমদের অনেক বীরপুরুষ আহত হয়েছেন যাদের ব্যাপারে কেবল আল্লাহই জানেন। কেননা তিনি তাদের ব্যাপারে জ্ঞাত। যখন রাত নামতো তখন মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় তারা গুঞ্জন করে কুরআন পড়ত। আর তারা দিনে হত সিংহ যাদের সমতুল্য বনের সিংহরাও হবে না। কেবলমাত্র শাহাদাতের মর্যাদার কারণেই তাদের মাঝে যারা গত হয়েছেন তাদেরকে বেঁচে থাকাদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে - যখন তাদের জন্য তা লিখা হয়নি।"[76]

হিরাক্লেলের নিকট সাহাবীগণের رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ সামনে তার জাতির পরাজয়ের আশ্চর্যজনক সংবাদ পৌঁছল। যা ইবনে কাসীর তার তারীখে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "আবু ইসহাক্ব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণের সাক্ষাৎ হত তখন শত্রুরা তাদের মোকাবিলায় একবার উষ্ট্রি দোহনের সময় পরিমাণ টিকে থাকেনি। অতঃপর হিরাক্লেল বলল - আর তখন সে এন্তাকিয়ায় অবস্থান করছিল। যখন রোমের পরাজয়ের সংবাদ আসল তখন সে বলল, তোমাদের ধ্বংস হোক! ঐ লোকদের সম্পর্কে জানাও যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা কি তোমাদের মত মানুষ নয়? তারা বলল, হ্যাঁ। সে বলল, সংখ্যায় তোমরা বেশি নাকি তারা বেশি? তারা বলল, বরং প্রত্যেক জায়গায় আমরা তাদের থেকে কয়েকগুণ বেশি। সে বলল, তাহলে তোমাদের কি হল যে তোমরা পরাজিত হচ্ছো? অতঃপর তাদের বড় নেতাদের মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ বলল, কারণ তারা রাতে ক্বিয়াম করে এবং দিনে সিয়াম পালন করে, তারা প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে এবং তারা নিজেদের মাঝে ইনসাফ করে। আমরা পরাজিত হচ্ছি কারণ আমরা মদ পান করি, যিনা করি, আমরা হারাম সম্পাদন

---

[76] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

করি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি, আমরা রাগান্বিত হই ও জুলুম করি, আমরা অপছন্দনীয় বিষয়ে আদেশ করি, আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা থেকে নিষেধ করি এবং আমরা যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করি। অতঃপর হিরাক্লেল বলল, তুমি আমাকে সত্য বলেছো।"

ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম বলেন, "আমাকে এমন ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছে যে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল-গাসসানীকে তার নিজ কওমের দুই লোক থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তারা দু'জন বলেছে, মুসলিমরা যখন জর্ডানের অঞ্চলে যাত্রাবিরতি করল তখন আমরা আমাদের মাঝে আলোচনা করছিলাম যে, অচিরেই দামেস্ক অবরোধ করা হবে। তাই আমরা অবরোধ হওয়ার পূর্বে দামেস্ক থেকে বাজার করতে রওয়ানা হলাম। আমরা দামেস্কের পথে ছিলাম। হঠাৎ দামেস্কের পথ দিয়ে আমাদের নিকট কাউকে পাঠানো হল। অতঃপর আমরা তার নিকট গেলাম। ফলে সে বলল, তোমরা দু'জন কি আরবের? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, তোমরা কি খ্রিষ্টান? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর সে বলল, তোমাদের একজন যেন ঐ সকল ব্যক্তিদের সম্পর্কে এবং তাদের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আমাদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করতে যায় আর অন্য জন তার সঙ্গীর মালামালের সাথে অবস্থান করে। ফলে আমাদের একজন তাই করল। অতঃপর সে কিছু সময় অবস্থান করে চলে আসল। সে বলল, আমি তোমার কাছে এমন সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট থেকে এসেছি যারা শ্রেষ্ঠ মানের ঘোড়ায় চড়ে। রাতে তারা দুনিয়া বিরাগী আর দিনের বেলায় তারা ঘোড়সওয়ার, তারা তীরে পালক লাগায় ও এর সৎ ব্যবহার করে এবং তারা দক্ষভাবে বর্শা চালায়। আমি যদি তোমার সাথে আলাপচারিতা করি তাহলে তা তোমাকে বুঝাতে পারবো না - কুরআন এবং যিকিরের কারণে তাদের আওয়াজ উঁচু হয়।" চীনের বাদশাহ এটাই উপলব্ধি করেছিল যখন কিসরা ইয়াজদিগার্দ তার নিকট সাহায্যের আবেদন করেছিল। ইবনে কাসীর বলেন, "অতঃপর সে চীনের বাদশাহ'র নিকট সাহায্য চেয়ে দূত পাঠাল। ফলে চীনের বাদশাহ দূতকে ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাস করতে শুরু করল যারা দেশের-

পর দেশ জয় করেছে এবং লোকদের বশীভূত করেছে। অতঃপর দূত তাকে তাদের সম্পর্কে জানালো- তারা কিভাবে ঘোড়ায় ও উটে আরোহণ করে, তারা কি করে? কিভাবে তারা সালাত আদায় করে। অতঃপর সে দূতের মাধ্যমে ইয়াজদিগার্দের নিকট লিখে পাঠাল, আমার উপযুক্ত নির্বুদ্ধিতা তোমার নিকট এমন সৈন্যবাহিনী পাঠাতে বাধা দেয় নি যার শুরু থাকবে মার্ভে এবং শেষ থাকবে চীনে। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তিদের সম্পর্কে তোমার দূত আমাকে অবহিত করেছে। তাদের বৈশিষ্ট্য এমন যদি পাহাড় তাদের প্রতিবন্ধক হয় তাহলে তারা পাহাড়কে ধ্বংস করে দিবে। যদি আমি তোমাকে সাহায্য করতে আসি তাহলে তারা আমাকে বিলুপ্ত করে দিবে যতক্ষণ তারা ঐ বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর থাকে যা তোমার দূত অবহিত করেছে। তাই তাদের সাথে সন্ধি করো এবং সন্ধির মাধ্যমেই তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকো।”[77]

সুতরাং তারা দিনে ছিলেন ঘোড়সওয়ার আর রাতে হতেন দুনিয়া বিরাগী। এটাই বিজয়ীদের পথ। হে মুজাহিদগণ! আপনারা একে আঁকড়ে ধরুন রাব্বানী সুন্নাহ, সুদৃঢ় হিদায়াত ও আলোকিত পথ হিসেবে। রাতে কুরআনের আওয়াজ তুলুন এবং দিনে এর উপর আমর করুন - তাহলে আপনাদের সকল পরিকল্পনা শক্তিশালী হবে, আপনাদের জন্য দূর্গ ও কেল্লা বিজিত হবে এবং আপনাদের সামনে কাফিরদের সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে।

সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা

আঠারতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

---

[77] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

﴿الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

“তারা হবে সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী।”[78]

যেখানে এই বিষয়টি পাওয়া যায় সেখানে দ্বীন নিরাপদ হয় এবং তাদের মাঝে প্রকাশ্য মুনকার তথা মন্দ কাজ অবশিষ্ট থাকে না। যদিও সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার কারণে এই উম্মাহ’কে অন্য সকল উম্মাহ’র উপর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আর এব্যাপারে মুজাহিদগণ মানুষের মাঝে অধিক খাছ। কারণ তারা উপদেশ দানকারী, নসীহাহ দানকারী, পরিবর্তনকারী এবং মানুষকে কল্যাণ সম্পাদন ও অসৎকাজ বর্জন করার প্রতি উৎসাহ দানকারী। তারাই কাফির ও পাপিষ্ঠদের দমনকারী। তারাই শক্তি ও প্রচণ্ড ক্ষমতার মাধ্যমে আল্লাহর শারীয়াহ প্রতিষ্ঠাকারী। তারাই এক সাথে ইলম ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলার দিকে আহ্বানকারী।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের মাঝে মুজাহিদগণ আনুগত্যের অধিক নিকটে এবং পাপ থেকে অধিক দূরে। হাসান আল্লাহর এবাণীর ব্যাপারে বলেন, “আল্লাহর বাণীঃ “তারা সৎকাজের আদেশদাতা।” জেনে রাখ, তারা মানুষকে আদেশ করে না যতক্ষণ না তারা তা পালন করে। “তারা অসৎকাজের নিষেধকারী।” তিনি বলেন, জেনে রাখ, তারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না যতক্ষণ না তারা এর থেকে বিরত হয়।”[79]

জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার সাথে সাথে জিহাদে অজ্ঞ, গাফিল ও অস্থিরতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা আসে অতঃপর তাদের ভাইগণ তাদেরকে সঠিক পথ দেখায়, তাদেরকে শিক্ষা দেয় এবং তাদেরকে সংশোধন করে দেয়। ফলে জিহাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শারীয়াহ’র বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

[78] সুরা তাওবাঃ ১১২

[79] তাফসীরে ত্বাবারী

আল্লাহর হুদুদ রক্ষা করা

উনিশতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ﴾

"তারা হবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী।"[80] ত্ববারী رَحِمَهُاللهُ বলেন, "এর অর্থ হল তারা আল্লাহর সকল ফরজ আদায়কারী, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কাছে ক্ষ্যান্ত হয়, তারা এমন বিষয় নষ্ট করে না আল্লাহ যার উপর আমল করা তাদের উপর আবশ্যক করেছেন এবং তারা এমন বিষয় সম্পাদন করে না আল্লাহ যা সম্পাদন করতে তাদেরকে নিষেধ করেছেন।"[81]

সুতরাং এগুলোই সকল ফরজ সম্পাদন করে ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে এবং তাদের জীবন, সম্পদ, বিবাহ, লেনদেন, সন্ধি ও তাদের যুদ্ধে আল্লাহর বিধিবিধান এবং তার শারীয়াহ'র উপর আমল করে দ্বীন পালন করার সমষ্টি। তাই তারাই আল্লাহর শারীয়াহ'র প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত।

ইবনে আব্বাস থেকে আল্লাহর এবাণীর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহর বাণীঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এ

---

[80] সুরা তাওবাঃ ১১২

[81] তাফসীরে ত্ববারী

বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।”[82] অর্থাৎ জান্নাতের বিনিময়ে। অতঃপর তিনি বলেন, “আল্লাহর বাণীঃ

ٱلتَّائِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّائِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ

“তারা হবে তাওবাকারী, ইবাদাতগুজার, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী।” অর্থাৎ তারা আল্লাহর আনুগত্য সম্পাদনকারী। এটা এমন শর্ত যা মুজাহিদগণের জন্য আল্লাহ শর্তারোপ করেছেন যখন তারা আল্লাহর জন্য তার শর্ত পূরণ করবে তখন আল্লাহও তাদের জন্য তাদের শর্ত পূরণ করবেন।”[83] হাসান থেকে বর্ণিত, “নিশ্চয়ই আল্লাহ মু’মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।” এমনকি তিনি আয়াত শেষ করেন। তিনি বলেন, যারা তাদের বাই’আত পূর্ণ করে। “তারা তাওবাকারী, ইবাদাতগুজার, আল্লাহর প্রশংসাকারী।” এমনকি তিনি আয়াত শেষ করেন। অতঃপর বলেন, এটা স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায় তাদের কর্ম ও তাদের জীবনচরিত। অতঃপর তারা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে আল্লাহর সাথে তারা যে ওয়াদা করেছে তা সত্য প্রমাণিত করে।”[84] আর যে ব্যক্তি এটা সম্পাদন করে তার জন্য সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

---

[82] সুরা তাওবাঃ ১১১

[83] আদ-দুরারুল মানছূর

[84] তাফসীরে ত্বাবারী

“আর আপনি মু’মিনদেরকে সুসংবাদ দিন।”[85]

সুতরাং হে মুজাহিদগণ! আপনারা এমন জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যার ব্যাপ্তি আসমান ও যমীন যা কোন চোখ প্রত্যক্ষ করেনি, কোন কান শুনেনি আর না কোন মানুষের অন্তরে তা উদয় হয়েছে।

হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আপনার অনুগত বিনয়ী এবং আপনার হুদুদের রক্ষাকারী বানিয়ে দিন! আমাদেরকে আপনার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন!

---

[85] সুরা তাওবাঃ ১১২

এটা হচ্ছে মুজাহিদগণের বৈশিষ্ট্যাবলীর বাগানে আমাদের সর্বশেষ স্টেশন - যেগুলো আমরা নাযিলকৃত ওহীর বক্তব্য থেকে আহরণ করেছি। আমরা এ বৈশিষ্ট্যাবলীর বৃক্ষের মাঝে ঘুরাফেরা করছি। যেন আমরা আল্লাহর নিকট আশাবাদী হয়ে এগুলোর ফলাফল সংগ্রহ করতে পারি যাতে তিনি আমাদেরকে এর মাধ্যমে উপকৃত করেন এবং আমাদের আমলের মাধ্যমে আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আল্লাহর সাথে সততা

বিশতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

“হে মু’মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।”[86]

সুতরাং সততা মুজাহিদগণের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সাথে সততা হচ্ছে নিয়তে এবং সঙ্কল্পে। আর মুজাহিদ তার জিহাদের মাধ্যমে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চাইবে ও তার কালিমা বুলন্দ করা উদ্দেশ্য করবে। সে দুনিয়া পেতে চাইবে না, না দুনিয়ার পদ-পদবী, মাটি ও দুনিয়ার সম্পদ পেতে চাইবে। সে তার জিহাদের মাধ্যমে কেবলমাত্র জান্নাত কামনা করবে। সততার একটি হচ্ছে আল্লাহ তা’আলার রাস্তায় হিজরত করা। আল্লাহ সুবহানাহুর এবাণীর কারণে -

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾

এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল, অথচ তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলকে সাহায্য করে। এরাই তো সত্যবাদী।”[87]

---

[86] সুরা তাওবাঃ ১১৯

[87] সুরা হাশরঃ ০৮

মু’মিনের সততার আলামত হচ্ছে সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আল্লাহ তা’আলার এবাণীর কারণে -

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

“তারাই তো মু’মিন, যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।”[৪৪]

কোন সন্দেহ নেই যে, সততা একটি প্রশস্ত দরজা যা আল্লাহ তা’আলার সাথে সততাকেও শামিল করে। আর এটা হয় আল্লাহর জন্য ইখলাছের সাথে আমল করার মাধ্যমে। আর আল্লাহর বান্দাদের সাথে সততা হচ্ছে কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে। সততার প্রতি উৎসাহ দেওয়া এবং অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট যে, আপনি আল্লাহ তা’আলার এবাণী পর্যবেক্ষণ করবেন,

﴿هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾

“এটা হল সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সততা উপকার করবে।”[৪৯]

তাই যোগ্য মুজাহিদ তার রব সুবহানাহুর সাথে এবং তার ভাইদের সাথে সত্যবাদী হবে। কেননা সততা উভয় জাহানের নাযাতের কারণ। আর এব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।

---

[৪৪] সুরা হুজুরাতঃ ১৫

[৪৯] সুরা মায়িদাহঃ ১১৯

মু'মিনদের প্রতি নম্র হওয়া এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হওয়া

একুশতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাকে ভালবাসবে; তারা মু'মিনদের প্রতি হবে কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।"[90] এ বৈশিষ্ট্য দু'টি একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ দু'টি আল্লাহ বান্দাকে ভালবাসার প্রতীক - আল্লাহ তা'আলার এবাণীর কারণে -

﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾

"যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাকে ভালবাসবে।"[91]

এটাই আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা সঠিক প্রমাণিত হওয়ার প্রতীক। আর মু'মিনদের প্রতি নম্রতা হচ্ছে তাদের সাথে কোমল আচরণ করা, কথা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নমনীয় হওয়া, ভুল মার্জনা ও ক্ষমা করা, ক্ষমার দু'আ করা এবং পরামর্শ করা। আল্লাহ তার নাবী ﷺ কে জিহাদের আয়াতের মধ্যে বলেছেন,

---

[90] সুরা মায়িদাহঃ ৫৪

[91] সুরা মায়িদাহঃ ৫৪

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

"অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে আপনি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলেন। আর যদি আপনি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।"[92]

মুসলিমদের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে এটাই মূলনীতি কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত নেমে আসে। আর আপনার ভাইয়ের প্রতি আপনার নম্রতা ও আপনার বিনয়ী হওয়া আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদার কারণ। নাবী ﷺ এর এবাণীর জন্যে - "আর যে শুধু আল্লাহরই জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।"[93] নাবী ﷺ বলেন, "মহান আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা পরস্পরের প্রতি নম্রতা ও বিনয় ভাব প্রদর্শন কর। যাতে কেউ যেন কারো সামনে গর্ব প্রকাশ না করে।"[94] যদি মুজাহিদ তার ভাইদের প্রতি লক্ষ্য করে এবং তাদের মর্যাদা অনুধাবন করে তাহলে সে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, সম্মান করা ও নম্রতার ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে তারাই বেশি যোগ্যতর। কেনইবা হবে না? অথচ তারাই নিজেদের পবিত্র লহু দ্বারা উম্মাহ'র গৌরব রচনা করছে এবং তারাই ওলী (প্রিয় বান্দা) ও শহীদ - এমনটি আমরা তাদের ব্যাপারে মনে করি আর আল্লাহই তাদের হিসাব গ্রহণকারী। আর কাফিরদের প্রতি কঠোরতা হচ্ছে তাদেরকে আক্রমণ করা এবং তাদের প্রতি রূঢ় হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[92] সুরা আলে-ইমরানঃ ১৫৯

[93] মুসলিম

[94] মুসলিম

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ﴾

“হে নাবী, কাফির ও মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।”[95] এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কর্মতৎপরতা শক্তিশালী করা এবং ময়দানে তা জোরদার করা - যেমন বিস্ফোরকে দক্ষ হওয়া, ভালভাবে ওঁতপেতে থাকা, গুপ্ত হত্যা ও নিঃশেষ করা কামনা, শত্রুর যেকোনো সুযোগকে গনিমাহ হিসেবে নেওয়া, প্রত্যেক স্থানে তাদেরকে অনুসন্ধান করা এবং তাদেরকে সঙ্কটে ফেলা। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ﴾

“আর শত্রু সম্প্রদায় অনুসন্ধানে তোমরা দুর্বল হয়ো না।”[96]

এমনিভাবে আল্লাহর দ্বীন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারীদের হেফাযত এবং রক্ষার্থে মুনাফিক্ব ও গুজব রটনাকারীদের ক্ষেত্রে যেকোনো সুযোগ গনিমাহ হিসেবে নেওয়া, প্রত্যেক স্থানে তাদেরকে অনুসন্ধান করা এবং তাদেরকে সঙ্কটে ফেলা যারা মুজাহিদগণকে অপবাদ দেয় এবং যারা মুজাহিদগণের ভুলগুলোকে ব্যবহার করে তাদেরকে তিরস্কার করে ও তাদেরকে গালি দেয়।

নাবী ﷺ এর সাহাবীগণ ছিলেন এব্যাপারে উদাহরণ এবং দৃষ্টান্ত - আল্লাহ তা’আলার এবাণীর কারণেঃ

﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ﴾

“তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর আর তারা তাদের পরস্পরের মাঝে বিনম্র।”[97]

---

[95] সুরা তাওবাঃ ৭৩

[96] সুরা নিসাঃ ১০৪

[97] সুরা ফাতহঃ ২৯

তাদের একজন নিজ নিকটাত্মীয় থেকেও আল্লাহর জন্য সম্পর্কিত ভাইয়ের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল ছিলেন - নিজ অধিকারের উপর অন্য ভাইয়ের অধিকারকে অগ্রগামী করা এবং সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া অবস্থায়। আর কাফির ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অধিক কঠোর কেউ ছিল না।

তারা আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না

বাইশতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ﴾

"তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।"[98] ইবনে কাসীর বলেন, "আল্লাহর আনুগত্য করা, তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, হুদুদ প্রতিষ্ঠা করা এবং সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার মধ্য থেকে যে বিষয়ের উপর তারা রয়েছে তা থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত করা যায় না। কোন নিবৃত্তকারী তা থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত করতে পারে না, কোন বাধাদানকারী তা থেকে তাদেরকে বাধা দিতে পারে না এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার ও কোন নিন্দুকের নিন্দা তাদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে না।"[99] সুতরাং তারা মানুষের মন্তব্য, তিরস্কার ও তাদের কটাক্ষের কারণে কুণ্ঠিত হয় না। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে মানুষের অসন্তুষ্ট বা সন্তুষ্টকে পরোয়া করে না। এটা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক বৈশিষ্ট্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টি

---

[98] সুরা মায়িদাহঃ ৫৪

[99] তাফসীর ইবনে কাসীর

চায়। কারণ আল্লাহ মু'মিনগণকে যা দিয়ে পরীক্ষা করেন তার একটি হচ্ছে তারা বাধা দেওয়া এবং দুর্নাম করা পাবে। ফলে যে ব্যক্তি এর উপর ধৈর্যধারণ করবে, মানুষের প্রবৃত্তির বিরোধিতা করবে এবং আবর্জনার বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ময়দানে বিজয়ী হবে সে আল্লাহর ওলী ও তার প্রিয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে মনে করে আল্লাহর দ্বীন কোন তিরস্কার ও কোন কষ্ট ছাড়াই বিজয়ী হবে সে ভুল করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ﴾

"প্রত্যেক উম্মত নিজ নিজ রাসুলকে পাকড়াও করার সঙ্কল্প করেছিল।"[100]

কাফিরদের ব্যাপারে ভয় দেখানোটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾

"সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়।"[101] অর্থাৎ সে তার বন্ধুদের মাধ্যমে তোমাদের ভয় দেখায়।

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

"কাজেই যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তাদেরকে ভয় কর না, আমাকেই ভয় কর।"[102] আল্লাহ মু'মিনদেরকে বলেছেন,

﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

---

[100] সুরা গাফিরঃ ০৫

[101] সুরা আলে-ইমরানঃ ১৭৫

[102] সুরা আলে-ইমরানঃ ১৭৫

“তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ? অথচ আল্লাহ অধিক উপযুক্ত যে, তোমরা তাকে ভয় করবে, যদি তোমরা মু’মিন হও।”[103]

হে মুজাহিদগণ! আপনারা আল্লাহর ব্যাপারে কাউকে ভয় করবেন না - যদিও আপনাদের বিরুদ্ধে দুই সৃষ্টিজীব একত্রিত হয়, যদিও তারা তাদের সকল ক্ষমতা নিয়ে আসে এবং তাদের সকল সামর্থ্য দিয়ে আপনাদের জিহাদের ব্যাপারে দুর্নাম করে। কেননা আল্লাহ হলেন সর্বমহান এবং তিনিই সুউচ্চ ক্ষমতাবান।

আল্লাহর আদেশের নিকট নিজেকে সমর্পণ করা

তেইশতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾

“অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন; ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন।”[104] ত্বাবারী বলেন, “খাঁটি নিয়ত, তারা আপনাকে যে বিষয়ের বাই’আত দিয়েছে তা পূর্ণ করা এবং আপনার সাথে ধৈর্যধারণ করা।”[105] মুজাহিদের উপর যে বিষয়গুলো ওয়াজিব এর একটি হল - তার এটা জানা যে, আল্লাহ তার থেকে ‘আল্লাহর আদেশের নিকট সমর্পণ করা’ চান - বিশেষত এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে যা তার নফস অপছন্দ করে এবং

---

[103] সুরা তাওবাঃ ১৩

[104] সুরা ফাতহঃ ১৮

[105] তাফসীরে ত্বাবারী

প্রাথমিকভাবে যার কষ্ট প্রকাশ পায়। সুতরাং আল্লাহ আপনার থেকে কেবল সমর্পণ করা চান এবং তিনি অবশ্যই আপনার থেকে সমস্যা ও কষ্ট উঠিয়ে নিবেন। আর এখানেই জিহাদ ও কুরবানির রহস্য লুকায়িত থাকে। কেননা জিহাদের ময়দানে পরীক্ষা এবং যাচাই অনেক - যেগুলোর মাঝে মু'মিন ঘুরাঘুরি করে যতক্ষণ না সে জান্নাতে প্রবেশ করে যদি আল্লাহ চান।

আমাদের জন্য উহুদ যুদ্ধের পর নাবী ﷺ এর সাহাবীগণের মাঝে দৃষ্টান্ত রয়েছে। যখন তারা শুনল যে, আবু সুফিয়ান তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে তখন তারা আল্লাহর আদেশের নিকট নিজেদেরকে সমর্পণ করেছে এবং তারা বলেছে, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক।" তারা তাদের ক্ষত নিয়ে বের হয়েছে। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদের সততা জানলেন তখন তিনি তাদের উপর যা কষ্টদায়ক হয়েছিল তা তাদের থেকে ঘুরিয়ে দিলেন। নাবী ﷺ তাবুকের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্যে এবং যা মু'মিনদের জন্য ছিল পরীক্ষা। অতঃপর আল্লাহ তাদের থেকে যুদ্ধ ঘুরিয়ে দিলেন। তবে সৈন্যবাহিনীর একটি দল ব্যতীত আল্লাহ যাকে শত্রুদের সাথে বিজয় দিয়েছিলেন। আর এব্যাপারে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। সমর্পণ করার অর্থ হল মুজাহিদের অসন্তুষ্ট না হওয়া যখন তার ভাই বা তার আমীর অথবা তার নিকটবর্তী যে কেউ নিহত হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে এর থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফরি করে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন দেশে দেশে সফর করে বা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন তাদের সম্পর্কে

বলে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মরতো না এবং নিহত হত না। ফলে আল্লাহ এটাকেই তাদের মনে দুঃখ ও চিন্তা সৃষ্টির কারণে পরিণত করেন।”[106] সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া শহীদের জন্য এক সফলতা এবং আনন্দ।

সমর্পণের মানে হল কষ্টে বা সঙ্কীর্ণতায় অথবা অভাবে বা বিপদে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালাতে সন্তুষ্ট থাকা যেগুলো জিহাদের সঙ্গী হয়। আর জিহাদকে জিহাদ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে কেবলমাত্র তাতে চেষ্টা ব্যয় করা এবং কষ্ট সহ্য করা থাকার কারণে।

ধৈর্যধারণ করা এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করা

চব্বিশতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর।”[107]

ধৈর্য মুজাহিদের সুদৃঢ় বর্ম। তাই যে ব্যক্তি ধৈর্য হারিয়ে ফেলল তার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিপদগ্রস্ত হল। আর ধৈর্য আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কারামত লাভ করার ক্ষেত্রে একটি শর্ত। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ

[106] সুরা আলে-ইমরানঃ ১৫৬

[107] সুরা আলে-ইমরানঃ ২০০

آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহকে ভয় কর এবং তারা যদি দ্রুত গতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করে তাহলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিস্তা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।"[108]

ইসলামের শুরুর দিকে প্রত্যেক মুসলিমের উপর দশজন কাফিরের সম্মুখে ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব ছিল যে, সে তাদের থেকে পলায়ন করবে না। অতঃপর হালকা করে দুইজনের সম্মুখে করা হয়েছে। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন,

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

"আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন এবং তিনি তো অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, কাজেই তোমাদের মধ্যে একশ জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তারা দু'হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[109] সুতরাং হে জিহাদের পথে এবং জিহাদের কষ্ট ও বিপদের উপর ধৈর্যধারণকারী! আপনি আল্লাহ তা'আলার এবাণীর মাধ্যমে সুসংবাদ গ্রহণ করুন -

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

[108] সুরা আলে-ইমরানঃ ১২৫

[109] সুরা আনফালঃ ৬৬

“আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।”[110] যদি বাতিলপন্থীরা তাদের বাতিলের উপর ধৈর্যধারণ করে তাহলে মুজাহিদগণ এব্যাপারে অধিক উপযোগী এবং যোগ্যতর। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾

“আর তাদের প্রধানরা চলে গেল একথা বলে যে, যাও এবং তোমাদের উপাস্যগুলোর উপর অবিচল থাক।”[111]

আবু উবায়দা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ইয়ারমুকের দিন বলেছেন, “হে মুসলিমগণ! আপনারা ধৈর্যধারণ করুন। কেননা ধৈর্যধারণ করা কুফর থেকে মুক্তির উপায়, রবের সন্তুষ্ট এবং অপমান থেকে মুক্তি।”[112]

ধৈর্যের হিকমার একটি হল প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। আর বিজয়ের সময় নির্দিষ্ট করণের এবং কাফিরদের উপর শাস্তি নিক্ষেপ করার ব্যাপারে পূর্ণ হিকমা আল্লাহর রয়েছে। তিনিই আহকামুল হাকিমীন এবং অদৃশ্যের জ্ঞানী।

শক্তি অর্জন করা এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া

পঁচিশতম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তা’আলা বলেন,

---

[110] সুরা বাক্বারাহঃ ১১৮

[111] সুরা ছদঃ ০৬

[112] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

“আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি প্রস্তুত কর।”[113]

সুতরাং শক্তি অর্জন করা এবং শত্রুকে ভীতি প্রদর্শন করা হক্বপন্থীদের গুণাবলীর ও তাদের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো অন্যদের থেকে তাদেরকে পৃথক করে - যখন আপনার জন্য বিভিন্ন পথ সন্দেহ পূর্ণ হয়। আর এটা হবে বেদনাদায়ক আক্রমণের মাধ্যমে; শত্রুদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য এবং কুফরের নেতাদের হত্যা করার জন্য। শক্তি অর্জনের সবচেয়ে স্পষ্ট আলামত হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী জিহাদ প্রতিষ্ঠিত থাকা, জিহাদ বন্ধ না হওয়া অথবা জিহাদের জন্য এমন শর্তারোপ না করা যা জিহাদকে অকেজো করে দেয় - যেমন শত্রুর প্রস্তুতির ন্যায় প্রস্তুতি থাকা অথবা এমন সদস্য সংখ্যা থাকা যা শত্রুর সদস্য সংখ্যার কাছাকাছি অথবা নির্দিষ্ট অবস্থা বলে দেয়া যাতে উম্মাহ পৌঁছতে পারে অথবা এরকম বিষয় যা কার্যত জিহাদকে অকেজো করে দেয়। কারণ এর প্রত্যেকটি এমন বোঝার অন্তর্ভুক্ত যা সাধ্যাতীত। আয়াত সামর্থ্যের উপর বক্তব্য দিয়েছে - “তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী।” যদি আপনি একাও হোন তাহলেও আপনার উপর জিহাদ করা ওয়াজিব যেমনটি সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালীর বাণীতে রয়েছে -

﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾

“কাজেই আপনি আল্লাহর পথে লড়াই করুন; আপনি আপনার নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর যিম্মাদার নন।”[114] এর কারণ হল আল্লাহ তার দ্বীনকে সাহায্য করার দায়িত্ব নিয়েছেন -

---

[113] সুরা আনফালঃ ৬০

[114] সুরা নিসাঃ ৮৪

﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

“আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।”[115]

শক্তি অর্জনের মধ্যে রয়েছে দৃঢ় সঙ্কল্প থাকা, সিদ্ধান্তহীনতা না থাকা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

“তারপর যখন আপনি কোন সঙ্কল্প করবেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালবাসেন।”[116] আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য চায় তাকে দুর্বলতা এবং অক্ষমতা আক্রান্ত করে।

যে ব্যক্তি তার চাওয়াতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য চায় তার সাহায্যকারী অক্ষম এবং ব্যর্থ

শক্তি অর্জনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মু’মিনগণের স্পৃহাকে শক্তিশালী করা এবং যুদ্ধে, অবিচলতার জন্য ও দৃঢ় সঙ্কল্পের জন্য উৎসাহ দেওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

﴿وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ﴾

“এবং আপনি মু’মিনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন।”[117]

---

[115] সুরা হাজ্জঃ ৪০

[116] সুরা আলে-ইমরানঃ ১৫৯

[117] সুরা নিসাঃ ৮৪

শক্তি অর্জনের অন্তর্ভুক্ত হল জিহাদের ময়দানের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে সুদক্ষ হওয়া, জিহাদী কাজের মধ্য থেকে তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয় সে ব্যাপারে জোর দেওয়া এবং তার অবস্থানকে তুচ্ছজ্ঞান না করা। কেননা সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে।

হে খিলাফাহ'র সৈনিক! আপনি শক্তিশালী হোন এবং সাহস ও দৃঢ় সঙ্কল্পের অধিকারী হোন! আর জেনে রাখুন সকল শক্তি আল্লাহর। আপনার সামনে কেবল দুইটি মর্যাদা রয়েছে যে দুইটিতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

﴿وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

"বস্তুতঃ যে আল্লাহর পথে লড়াই করে, অতঃপর সে নিহত বা বিজয়ী হয়, আমি তাকে শীঘ্রই মহা পুরস্কার দান করব।"[118] আপনি এই দ্বীনের জন্য লড়াই করুন! যদি জীবিত থাকেন তাহলে প্রশংসিত হয়ে বাঁচবেন। আর যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন।

হে আল্লাহ আপনি খিলাফাহ'র সৈনিকগণের হিজরত অব্যাহত রাখুন, তাদের জিহাদ কবুল করুন এবং তাদেরকে ঐ সাহায্য করুন যার ওয়াদা আপনি করেছেন। হে আল্লাহ আপনি ইহুদী, ক্রুসেডার এবং তাদের সাহায্যকারী ও তাদের অনুসারীদের উপর আপনার কষ্ট চাপিয়ে দিন! হে আল্লাহ আপনি তাদের পরাজিত করুন, তাদেরকে কাঁপিয়ে তুলুন এবং তাদের উপর বিপদ দিন! হে সর্বশক্তিমান হে পরাক্রমশালী!

والحمد لله رب العالمين

[118] সুরা নিসাঃ ৭৪